|  |
| --- |
| **বাণিজ্য মন্ত্রণালয়** |

**১.0 ভূমিকা**

বিশ্বায়ন ও প্রতিযোগিতামূলক মুক্তবাজার অর্থনীতির ক্রমবিকাশের সাথে সাথে বিশ্ব বাণিজ্যে প্রতিনিয়ত ব্যাপক পরিবর্তন আসছে। দ্রুত পরিবর্তনশীল ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থায় টিকে থাকার জন্য বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে গতিশীল ও বহির্মুখী করে তোলা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। ব্যবসা-বাণিজ্য দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি। তাই সরকারের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাণিজ্য প্রসারের মাধ্যমে দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান ও আয়ের ব্যবস্থা করা এবং দারিদ্র্যের হার বর্তমান স্তর থেকে অর্ধেকে নামিয়ে আনা। এক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বৈষম্য কমিয়ে এনে নারীদের বাণিজ্য কর্মকাণ্ডে অধিকতর সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কোভিড-পরবর্তী বৈশ্বিক মন্দার প্রভাব দেশের বাণিজ্য সম্প্রসারণকে ম্লান করে দিয়েছে যা থেকে বেরিয়ে আসতে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কার্যক্রমে অধিকতর সম্পৃক্ত করার জন্য নীতিকৌশল গ্রহণে এ মন্ত্রণালয় বদ্ধপরিকর।

**২.0 আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট**

অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য সহজীকরণ, রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে সহায়তা প্রদান ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তাছাড়া এ মন্ত্রণালয় আমদানি নীতি আদেশ ও রপ্তানি নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং বহুপাক্ষিক, আঞ্চলিক এবং দ্বিপাক্ষিক ট্রেড নেগোসিয়েশন ও চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কাজ করে। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার আওতায় স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য সেবাখাতে যে বিশেষ সুবিধা ঘোষণা করা হয়েছে তার আওতায় ২৫টি দেশ ইতোমধ্যে বাংলাদেশকে তাদের সেবাখাতে Preferential Market Access ঘোষণা করেছে। এসব দেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধি করার জন্য নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল ব্যবসায়ীর একসঙ্গে কাজ করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের পণ্য বিশ্ববাজারে তুলে ধরার জন্য পণ্য বহুমুখীকরণ ও বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আয়োজিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ করে। এসকল মেলায় নারী প্রতিনিধিদল প্রেরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় মেলায় অংশগ্রহণকারীদের আর্থিক প্যাকেজ ও স্বল্প ভাড়ায় স্টল বরাদ্দ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। চা বাগানে কর্মরত অধিকাংশ শ্রমিক নারী। তাই চা শিল্পের বিকাশের জন্য নারী শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষাসহ নারী ব্যবসায়ীদের চা চাষ, উৎপাদন, রপ্তানি এবং গবেষণার সকল বিষয়ে প্রণীত নীতিমালার মাধ্যমে নারীর আর্থসামাজিক উন্নতি নিশ্চিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কাজ করছে।

জাতীয় ডিজিটাল কমার্স নীতিমালা-২০১৮-এ বর্ণিত কর্ম-পরিকল্পনায় ডিজিটাল কমার্স সম্প্রসারণে নারী উদ্যোক্তাদের বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ডিজিটাল কমার্সে নারীর অন্তর্ভুক্তি এবং নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে। রপ্তানি নীতি ২০২১-২০২৪-এ নারী উদ্যোক্তাদের রপ্তানিতে অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে রপ্তানিমুখী শিল্পের সাথে কার্যকর সংযোগ ঘটানো, তথ্য-প্রযুক্তি এবং রপ্তানি সংশ্লিষ্ট দক্ষতা উন্নয়ন, ই-কমার্সে প্রশিক্ষণ প্রদান, সহজ শর্তে এবং স্বল্প সুদে জামানতবিহীন ঋণ প্রদান, সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজে বিশেষ ও অগ্রাধিকারমূলক ঋণ সুবিধা প্রদান ইত্যাদি বিধৃত করা হয়েছে।

**৩.0 মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য**

**৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য**

| **প্রতিষ্ঠান** | **মোট** | **পুরুষ** | **নারী** | **নারীর শতকরা হার** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| সচিবালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় | 223 | 157 | 66 | ২৯.৬ |
| আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর | 153 | 137 | 16 | ১০.৫ |
| যৌথমূলধন কোম্পানী ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর | 58 | 47 | 11 | ১৯.০ |
| জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর | 179 | 137 | 42 | ২৩.৫ |
| ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ | 129 | 112 | 17 | ১৩.২ |
| রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো | 187 | 162 | 25 | ১৩.৪ |
| বাংলাদেশ চা বোর্ড | 248 | 223 | 25 | ১০.১ |
| বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন | 51 | 48 | 3 | ৫.৯ |
| বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন | 97 | 63 | 34 | ৩৫.১ |
| **মোট :**  | **1,325** | **1,086** | **239** | **18.0** |

**৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য**

| **কর্মসূচি** | **মোট** | **পুরুষ** | **নারী** | **নারীর শতকরা হার** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| সাধারণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম | 199 | 132 | 67 | 33.৭ |
| **মোট :** | **199** | **132** | **67** | **33.৭** |

**4.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা**

(কোটি টাকায়)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **বিবরণ** | **বাজেট 20২4-25** | **সংশোধিত 2023-২4** | **বাজেট 2023-২4** | **প্রকৃত 2022-23** |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| বিভাগের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্র: আরসিজিপি ডাটাবেইজ

**৫.0 মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব**

| **অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ** | **নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)**  |
| --- | --- |
| জাতীয় রপ্তানির বহুমুখীকরণসহ রপ্তানির পরিমাণ ও আয় বৃদ্ধি | বর্তমানে রপ্তানিমুখী ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প পরিচালনায় পুরুষের পাশাপাশি নারীর অংশগ্রহণ লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। রপ্তানিমুখী ব্যবসা ও শিল্প স্থাপনে নারীর অভিগম্যতা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের অংশগ্রহণ বেড়ে যাবে। এর ফলে নারী উন্নয়নের সার্বিক গতি বেগবান হচ্ছে। |
| **নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য ভোক্তা সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে সীমিত রাখা** | দেশের জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক নারী। আমাদের পারিবারিক জীবনে পুরুষের চেয়ে নারীদের অনেক বেশি দায়িত্ব পালন করতে হয়। নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখা গেলে এর প্রভাব নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে। |
| ভোক্তা সাধারণের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণ | দেশের ভোক্তা সাধারণের প্রায় অর্ধেক নারী। পণ্যের মান, অত্যধিক মূল্য ইত্যাদির কারণে যাতে ভোক্তা সাধারণ ক্ষতির সম্মুখীন না হয় তা নিশ্চিত করা গেলে এর প্রভাব নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে। |
| ব্যবসায় ব্যয় হ্রাসসহ ব্যবসা-শিল্প প্রসারের উপযোগী উন্মুক্ত ও সাম্যভিত্তিক প্রতিযোগিতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠাকরণ | ব্যবসা-শিল্প স্থাপন ও পরিচালনা সহজতর হলে এক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ আরো বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে নারী উন্নয়নের সার্বিক গতি বেগবান হচ্ছে। |

**৬.0 নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের (KPI) অর্জন**

| **ক্রমিক** **নং** | **প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI)** | **পরিমাপের একক** | **২০20-২1** | **২০২1-২2** | **২০২2-২3** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | OLM-এর মাধ্যম মহিলা আমদানিকারকের ও রপ্তানিকারকের সনদ প্রদান | সংখ্যা | ১৯২ | ২১৬ | ২৫২ |
| 2. | বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বিদেশি ক্রেতা অন্বেষণ | সংখ্যা | ১৩ | ১৪ | ২৩ |

**৭.0 নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য**

বর্তমানে ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প পরিচালনায় নারীর অংশগ্রহণ লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশে ২০১৮ সালে বিদ্যমান ৮টি উইমেন চেম্বার থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত ১৮টি উইমেন চেম্বারকে বাণিজ্য সংগঠন হিসেবে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

 ‘ই-বাণিজ্য করবো, নিজের ব্যবসা গড়বো’ প্রকল্পের আওতায় সমগ্র দেশে মোট ৭,৪০০ জন নারীকে ই-বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরি করার কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সমগ্র দেশ থেকে মোট ৫,৬২৫ জন নারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। ‘Promotion of Social and Environmental Standards in the Industry-III (PSES-III)’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় আরএমজি সেক্টরে কর্মরত নারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, মাতৃদুগ্ধ প্রদানের জন্য পৃথক জায়গা নির্ধারণ এবং সুস্বাস্থ্যের জন্য উপযুক্ত কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্পের উপকারভোগীর প্রায় ৭০ ভাগ নারী কর্মীদের কাজের সুন্দর পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে। ‘Economic Opportunities and Sexual and Reproductive Health and Rights−A Pathway to Empowering Girls and Women in Bangladesh’ প্রকল্পটি ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে, যার শতভাগ সুবিধাভোগী হচ্ছে নারী। দেশে ও আন্তর্জাতিক বাজারে বাণিজ্য পরিচালনার জন্য নারীদের সার্বিক সহায়তা প্রদান এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এছাড়াও ‘এগ্রিবিজনেস ফর ট্রেড কম্পিটিটিভনেস (ATCP)’ শীর্ষক প্রকল্পে নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকারের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

**৮.0 নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ**

* নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে অনলাইন প্লাটফর্মে বিজনেস পরিচালনাকারী উদ্যোক্তাদের বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ থেকে ঋণ গ্রহণে কিছুটা প্রতিকূলতা রয়েছে;
* নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য ও সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অপ্রতুলতা বিদ্যমান;
* শিল্পক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের অনীহা এবং দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে; এবং
* নতুন ব্যবসা শুরু করার ক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তাদের পারিবারিক ও সামাজিক বাধা রয়েছে।

**৯.0 ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

* রপ্তানির ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সুনির্দিষ্ট খাতের রপ্তানিকারকগণের অনুকূলে রপ্তানি প্রণোদনা প্রদান করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তাদের বিশেষ প্রণোদনা প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। এতে নারী উদ্যোক্তাগণ ব্যবসায়ের প্রতি আগ্রহী হবে;
* নারী ব্যবসায়ীগণকে রপ্তানি মেলায় অংশগ্রহণে আগ্রহী করে তোলার জন্য মোট দোকানের ক্যাটাগরি অনুযায়ী শতকরা ২০ ভাগ পর্যন্ত সংরক্ষিত রাখা এবং বিনা ভাড়ায় দোকান বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে;
* বিদ্যমান জাতীয় রপ্তানি ট্রফি নীতিমালা-২০১৩ অনুযায়ী নারী উদ্যোক্তা/রপ্তানিকারকগণকে রপ্তানি আয়ের ভিত্তিতে প্রতিবছর একটি করে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ ট্রফি প্রদানের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু সিআইপি (রপ্তানি) নীতিমালা-২০১৩ এ ধরনের কোনো সুযোগ নেই। সিআইপি (রপ্তানি) নীতিমালায় এ সংক্রান্ত বিধান অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে;
* নারী উদ্যোক্তাদের জন্য প্রতিটি জেলায় উইমেন চেম্বার অব কমার্স গঠন এবং পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণ/বিশেষ তহবিল গঠন করা যেতে পারে; এবং
* বিদেশে বাণিজ্য প্রতিনিধি প্রেরণের ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদানে সফল নারী ব্যবসায়ী/উদ্যোক্তাদের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।